তারিখ: 27 JAN 2016
পৃঃ ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন

জটিলতা দূর করুন

শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষকরাই সবচেয়ে অবহেলার শিকার। তাঁদের জীবনমান নিশ্চিত করতে ন্যূনতম বেতন-ভাতা দেওয়া হয় না—এমন অভিযোগ অনেক আগে থেকেই আছে। শিক্ষকদের এই অর্থনৈতিক দৈন্য চিরকালীন। ফলে মেধাবীদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতায় আসতে চান না। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার এই দীনতা যে জাতির জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে, সে চিন্তা কারো আছে বলে মনে হয় না। অষ্টম বেতন কাঠামো প্রকাশের পর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও উৎসাহ দেখা দেয়। কিন্তু নতুন করে হতাশা দেখা দিয়েছে নতুন বেতন কাঠামোয় জানুয়ারি মাসের বেতন না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে।

অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশের পরও পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর জানুয়ারি মাসের বেতন হতে যাচ্ছে সপ্তম বেতন কাঠামো অনুযায়ী। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠি চালাচালির মধ্যে আটকে আছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাগ্য। অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট দেড় মাস আগে প্রকাশ করা হলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আসেনি। ১ জুলাই থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কার্যকর হবে—এমন প্রজ্ঞাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হলেও অর্থ বিভাগ একটি শর্ত আরোপ করে বসে আছে।

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়ে জটিলতা তৈরির প্রবণতা অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণার শুরু থেকেই লক্ষ করা গেছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাঁদের বেতনের শতভাগ সরকারের তহবিল থেকে পেলেও বিষয়টি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারির পর অষ্টম বেতন কাঠামো পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করতে মাউশি যে কমিটি গঠন করে, সেই কমিটি ছয় মাসের বকেয়ার টাকা চেয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু অর্থ বিভাগ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সম্মতি পাওয়া যায়নি। ফলে বকেয়া দূরে থাক, হালনাগাদ বেতনই হচ্ছে পুরনো কাঠামোতে। দেশের ২৮ হাজার ৩৮৩টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। এই হতাশা দূর করার দায়িত্ব সরকারের। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।